দৈনিক বাংলা

13

তারিখ 09 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

# ঢাকার বস্তির জীবনচিত্র

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ঢাকার বস্তিবাসী শিশুদের ৮০ শতাংশ অভিভাবকই নিরক্ষর। কিন্তু এই নিরক্ষর অভিভাবকদের ৪৫ শতাংশ তাদের সন্তানদের পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। এটি পিতামাতার পক্ষ থেকে নাগরিক শ্রমবাজারে উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক হিসাবে সন্তানদের গড়ে তোলার প্রয়াস। বস্তিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু শিল্পউদ্যোক্তাও রয়েছেন। বস্তিগুলোতে স্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। এদের চলতি বিনিয়োগ ৩ হাজার টাকা থেকে ৬ হাজার টাকা।

সম্প্রতি একটি জরিপ দল ঢাকার রায়ের বাজার ভেড়িবাঁধ বস্তি, বাবুপুরা নীলক্ষেত বস্তি, খিলগাঁ রেলক্রসিং বস্তি আর তেজগাঁ বস্তিতে জরিপ চালিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে এ তথ্যের উল্লেখ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, বস্তিবাসীদের ৪২ শতাংশ পুরুষ। তাদের স্ত্রীদের ঘরের বাইরে কাজ করতে দিতে তারা আগ্রহী নয়। ১৪ শতাংশ স্ত্রীরা কর্মরত। সমসংখ্যক (১৪%) নিজের ঘরের কাজ সামলাতে গিয়ে স্ত্রীরা উপার্জনে অক্ষম। তবে ১৮ শতাংশ পুরুষ সুযোগহীনতাকে তাদের স্ত্রীদের বাইরে কাজ না করার কারণ হিসাবে সনাক্ত করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়, ৬৫ শতাংশ বস্তিবাসী অপ্রতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে শ্রম বিক্রেতা। জরিপকৃত বস্তিবাসীদের ২৯ শতাংশ রিকশা বা ভ্যানচালক, ৮ শতাংশ গৃহের পরিচারক, ১০.৭ শতাংশ দিনমজুর আর ১৪ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত। চাকুরে লোকের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। নগরায়ণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষ অবস্থানের কারণেই অপ্রতিষ্ঠানিক বিবিধ পেশায় নিয়োজিত এই জনগোষ্ঠীর শ্রম ছাড়া নগর জীবন প্রায় অচল।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বস্তিবাসীদের প্রায় সকলেই অভিবাসী। তারা গ্রাম ছেড়েছে বিভিন্ন কারণে। তবে নগরের উন্নত জীবনের হাতছানি গ্রামছাড়া করেছে খুব স্বল্পসংখ্যককেই (মাত্র ১৭%)। ৩৬ শতাংশ ভূমিহীনতার কারণে, ১৯ শতাংশ গ্রামীণ অর্থনীতির গন্ডিতে কর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে ছেড়েছেন ভিটে-বাড়ি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভিটেছাড়া করেছে ১২ শতাংশকে।

রিপোর্টে বলা হয়, জরিপকৃত বস্তিবাসীদের ২৭ শতাংশ বরিশাল, ২১ শতাংশ ফরিদপুর, ১৭ শতাংশ ময়মনসিংহ, ১২ শতাংশ ঢাকা এবং বাকিরা অন্য জেলা থেকে এসেছে। এসব বস্তিবাসীর মধ্যে গ্রামে থাকাকালে ৩৫ শতাংশের পেশা ছিল চাষাবাদ, ২৫ শতাংশের ছিল গৃহকর্ম, ৮ শতাংশের ছিল অন্যের গৃহকর্ম, ১২ শতাংশ ছিল জেলে, মাঝি, কামার, কুমোর, তাঁতী, ৬ শতাংশ ছিল বেকার এবং ১৪ শতাংশ গ্রামছাড়া হয়েছেশৈশবে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, বস্তিবাসীদের মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবণতাও দেখা গেছে। ২৮ শতাংশ বস্তিবাসী মাসের শেষে সঞ্চয় করে থাকে। ৩৩.৯ শতাংশের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ১শ' টাকার মধ্যে, ২৩.৩ শতাংশের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১শ' থেকে ২শ' টাকার মধ্যে, ২০.৯ শতাংশের ২শ' থেকে ৫শ' টাকার মধ্যে, ১৪ শতাংশ ৫শ' থেকে ১' হাজার টাকার মধ্যে এবং ৭ শতাংশ এক হাজার টাকার বেশী সঞ্চয় করে থাকে। এসব সঞ্চয়কারী নিজস্ব তহবিল, পরিচিত জন, সমিতি এবং ব্যাংকে সঞ্চয় করে থাকে।